দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 2 0 FEB 2005
পৃষ্ঠা ~ ৭৭ ~ কলাম ~ ৭

লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও বন্ধ প্রতিহত করতে কর্মসূচী ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, নতুন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য সারাদেশে লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও বন্ধের কার্যক্রম চলছে। অর্থের বিনিময়ে পছন্দের নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যেই একদিনে ৯টি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। সাংবাদিক সম্মেলনে বেতন-ভাতা বন্ধ, এমপিও বাতিল, পরিদর্শনের নামে শিক্ষক-কর্মচারী হয়রানি প্রতিরোধে এবং জারিকৃত কালাকানুন প্রত্যাহারসহ ৮-দফা দাবী আদায়ে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

গতকাল (শনিবার) জাতীয় প্রেসক্লাব হলরুমে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফ্রন্টের প্রধান আহবায়ক প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমদ। সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষিত কর্মসূচী হচ্ছে ২৪ ফেব্রুয়ারী বিভাগীয় সদরে সমাবেশ, বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি পেশ, ২৮ ফেব্রুয়ারী জেলা সদরে সমাবেশ শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি পেশ। ১৭ মার্চ অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদদের গোলটেবিল বৈঠক, ৬ ও ১১ মার্চ জেলা ও বিভাগীয় সদরে সংবাদ সম্মেলন, ২৯ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ, ৩ এপ্রিল ঢাকাস্থ আইএলও অফিসে স্মারকলিপি পেশ, ৮ এপ্রিল চাকরিচ্যুত নির্যাতিত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতিনিধি সভা, ১৫ এপ্রিল শিক্ষাখাতে অপচয় দুর্নীতির বিবরণী প্রকাশ এবং ২১ এপ্রিল ৮ দফা দাবীতে শিক্ষা ভবন ঘেরাও।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের অজুহাতে বেতন বন্ধ, প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করে শাস্তি প্রদান চাকরিবিধির পরিপন্থী। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, পূর্বে শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে একজন প্রধান শিক্ষক যেখানে পেতেন প্রায় ৪১ হাজার টাকা, সেখানে বর্তমান নিয়মে পাচ্ছেন মাত্র সাড়ে ১৩ হাজার টাকা। একজন প্রিন্সিপাল যেখানে পেতেন ১ লাখ ৩১ হাজার টাকা, সেখানে বর্তমানে পাচ্ছেন ৯০ হাজার টাকা। স্কুল-কলেজের দফতরি যেখানে পেতো সাড়ে ১৩ হাজার টাকা, বর্তমানে পাচ্ছেন সাড়ে ৫ হাজার টাকা। সাংবাদিক সম্মেলনে আরো বলা হয়, ১৯৯০ সাল থেকে অবসরে যাওয়া সকল শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর ভাতা দিতে হবে। এ ছাড়া সাংবাদিক সম্মেলনে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার সময় কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মসূচী না দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, প্রিন্সিপাল কামারুজ্জামান, মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল শাহজাহান, অধ্যাপক আসাদুল হক, প্রিন্সিপাল এমএ সাত্তার, খান মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।